দেশের মাটি

অসীম চট্টোপাধ্যায়

গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধানের ঘর । একদিকে একটা খাট সবুজ আর সাদা বেড কভার ঢাকা । অন্যদিকে একটা সস্তা সোফা সেট । মাঝখানে একটা জানালা রঙ্গীন পর্দা দেওয়া । জানালা দিয়ে বাইরের লোক মুখ বাড়িয়ে ঘরের লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারে । ঘরের মধ্যে এক ৫০-৫২ বছরের বয়স্ক লোক লুঙ্গি আর রঙ্গীন পাঞ্জাবী পরে বসে খবরের কেগজ পড়ছে । বেলা তিনটে আন্দাজ হবে । জানালার পর্দা সরিয়ে একটি দাড়িওলা মুখ দেখা যায় ।

দাড়ি ঃ আদাব সীতারামবাবু . . .

সীতারাম ঃ কে গফুর ? আরে বাইরে কেন, ভেতরে এস । (*গফুর ভিতরে আসে*) বল কী খবর ।

গফুর ঃ খবর ভাল নয় । সেই কথাটাই জানাতে এলাম । আমাদের খুব হ্যারাচ্‌মেন্ট করছে ।

সীতারাম ঃ কারা ? কেন ? (*মাটির দিকে তাকিয়ে*)

গফুর ঃ সীমান্ত রক্ষীরা । হিন্দুস্থানের বর্ডারে যত গ্রাম আছে সব জায়গায় ঢুকে ঢুকে অত্যাচার চালাচ্ছে, বৈধ কাগজ থাকা সত্ত্বেও মুসলমান লোকেদের অনুপ্রবেশকারী বলে বাংলাদেশে ঠেলে দিচ্ছে । তাদের জমি জায়গা কেড়ে নিচ্ছে । আমাদের সুরুলগাছী গ্রামেও শুন্‌ছি হামলা হবে ।

সীতারাম ঃ না না যতখানি শুনছ তত কিছু নয় । যাদের বৈধ কাগজ আছে তাদের কিছু করবে না । তোমাদের ভয় কি ! সবারই ত ভোটের খাতায় নাম লেখান আছে । কেউ বাদ পড়েছে কি ? এখন ত কারেকশন করা সোজা হয়ে গেছে । আমি বলে দিলেই কাগজ তৈরি হয়ে যাবে । আগের ঝামেলা আর নেই ।

গফুর ঃ কিন্তু একটা কথা নিবেদন করি । ভোটার লিষ্টে নাম তোলার খরচ ত দিন দিন বেড়েই চলেছে হুজুর । গরীব লোকগুলো কি করে পারবে ? আপনারা একটু না দেখলে কি করে আমরা বাঁচব হুজুর ।

সীতারাম ঃ ও গফুর, এটা কি কথা বল্‌ছ ! তোমরা পার্টির জন্য ভোট দিচ্ছ, পার্টিও তোমাদের দেখ্‌ছে গরীবের দুঃখ দূর করার সরকারী প্রকল্পগুলো বেশীরভাগই ত আমি তোমাদের দিয়ে দিই । তোমাদের ভোটেই ত এখান থেকে আমাদের স্বাস্থ্যদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন । আমাদের গ্রামের কত বড় গর্ব ।

গফুর ঃ আজ্ঞে সেই কথাই ত বলতেছি । বৈধ কাগজ করার টাকা না কমালে আমরা ঠিক করেছি কথাটা মন্ত্রী মশাইয়ের দরবারে পৌঁছে দেব । আমাদের ভোট ত বড় কম নয় । মন্ত্রীমশাই আমাদের বিশ্বাস এর বিহিত করবেন । আর একান্তই যদি না করেন তাহলে আমরাও আলাদা প্রার্থী দেব পঞ্চায়েত নির্বাচনে ।

সীতারাম ঃ আরে আরে, মাথা গরম কোরো না । তোমরা আমাদের ছেড়ে কোথায় যাবে । আর আমরাই বা কেন যেতে দেব । আমি কদিন পরেই কোলকাতা যাব । তখন পার্টির অফিসের লোকেদের সঙ্গে বসে একটা গাইড লাইন ঠিক করে নেওয়া যাবে, যাতে তোমাদের কেউ হ্যারাস না করে । আর দল টল কী সব বল্‌ছ । তোমাদের সীতারামদা যতদিন আছে কেউ কিছু করতে পারবে না - কোনো ভাবনা নেই ।

গফুর ঃ আচ্ছা আজ চলি বাবু । আদাব ।

(*গফুর চলে যায় । সীতারাম চলে যাওয়ার পরে বলে ''যাওয়াচ্ছি । খবরের কাগজে একটা ফোন করার ওয়াস্তা । তারপর বাছাধনদের আর দেখতে হবে না ।'' জানালা দিয়ে আর একটা মুখ উঁকি দেয়*)

বাইরের মুখটি ঃ সীতারাম'দা আছেন নাকি ?

সীতারাম ঃ আরে রাজেন যে ! এস এস, তোমার জন্যই ত বসে আছি । কই তারা এসেছে ?

রাজেন ঃ আজ্ঞে আমরা এক সঙ্গেই এসেছি । এই চল ।

(রাজেন আর দুজন মহিলা ঘরে ঢোকে । একজনের বয়স ১৮-১৯ ; অপরজন ৪০এর ঘরে)

সীতারাম ঃ এরাই তাহলে ? বেশ বেশ -- বোস । তা কবে ফিরলে ?
রাজেন ঃ আজ্ঞে, গতকাল সন্ধ্যাবেলায় ফিরেছি । ফিরেই আপনার খোঁজ করেছি ।
সীতারাম ঃ রাস্তায় কোনো গন্ডগোল হয়নি ত ?
রাজেন ঃ বর্ডারে ত আগেই বলা ছিল । সন্ধ্যাবেলায় যখন গরুগুলো ফিরে আসে সেই সঙ্গে আমরাও মাথায় গামছা বেঁধে লাঠি হাতে রাখালদের সঙ্গে এপারে চলে এসেছি । পৌষ মাসে তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা নামে, লোকজন ব্যাটাছেলে না মেয়েছেলে ঠাউর করা যায় না । কেউ কিছু বলে নি ।
সীতারাম ঃ তা তোমার ভগ্নীপতি কবে আসবে ?
রাজেন ঃ ও'ত আমাকে বলল দাদা , তুমি এদের নিয়ে যাও । আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জায়গাজমি বেচে দিয়ে চলে আসব । এখেনে আর হিন্দুদের থাকা নিরাপদ নয় । মেয়ে বড় হচ্ছে । কোনদিন বাড়ি ফিরে শুনব - এসে তুলে নিয়ে গেছে ।
সীতারাম ঃ তা'বটে । বাবার মন ত' । ঠিক কাজই করেছে । তাহলে এখনত তুমিই এদের গার্জেন । তা রাজেন, তোমার ভাগ্নীর নামটা কী যেন ?
রাজেন ঃ রাণী । রাণীবালা গোপ ।
সীতারাম ঃ কত বয়স হল ? কুড়ি বাইশ ?
রাজেন ঃ এই সবে আঠারোয় পা দিয়েছে, গত জষ্টি মাসে ।
সীতারাম ঃ তাহলে ভোটার লিষ্টে নাম তুলতে কোনো অসুবিধাই হবে না । বেশ বেশ । তা তোমার কাছেই ত উঠেছে ?
রাজেন ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ ।
সীতারাম ঃ রাতে বিছানায় শুয়েছিল ?
রাজেন ঃ এ্যাঁ ?
সীতারাম ঃ আহা ঘাবড়াচ্ছ কেন ? বিডিও আপিসে সব বৃত্তান্ত জানাতে হবে ত ।
রাজেন ঃ সেই জন্যই'ত আপনার দোরে আসা সীতারামদা । পঞ্চায়েত বিডিও থেকে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত সবাই আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে ।
সীতারাম ঃ তা কাগজে লেখাতে গেলে জাত কী লিখব ?
রাজেন ঃ সদগোপ । গয়লা ।
সীতারাম ঃ তফসিলি সার্টিফিকেট ?
রাজেন ঃ সেটা অবশ্যই চাই ।
সীতারাম ঃ মা রাণীবালা . . .
রাণী ঃ জী ?
সীতারাম ঃ সকাল থেকে ত কিছু খাস্‌নি । ওরে, মেয়েটাকে এক গ্লাস জল আর দুটো বাতাসা দিয়ে যা ।
রাণী ঃ না, না । আমি এখন পানী খাব না ।
সীতারাম ঃ তা ঠিক । আমি ত ভুলেই গিয়েছিলাম রোজার সময় সূর্য না ডোবা অব্দি জল পর্যন্ত খাওয়া নিষেধ ।
রাজেন ঃ আপনি এ কি বলছেন সীতারাম'দা !
সীতারাম ঃ চুপ রও হারামজাদা । সীতারাম মোড়লের চোখে ধূলো দেবে ? কাল যে গরুর পালের সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে বর্ডার পার হলি, তখন আস্তে আস্তে সলাপরামর্শ করছিলি না বাড়িতে কী পরিচয় দিবি ? আমি সব খবর পাই রে উল্লুক । মা ছাড়া মোচলমান মেয়েটাকে ত কিনে এনেছিস । বাপ্‌ আর একটা বিয়ে করেছে । ঠিক কিনা ? ভাগ্নীর জন্য দরদ উথলে উঠেছে, না ? ওরে তোর মেয়েচালানীর ব্যবসা কি আমার অজানা ? তুই এটা ভাবলি কি করে ? শোন্‌ আমি যখন কথা দিয়েছি কাগজপত্র বৈধ সব করে দেব । তারপর সেটা দেখিয়ে বম্বে, দিল্লী মেয়েটাকে যেখানে ইচ্ছে বেচে দিগে যা । তবে তার

আগে আমার ভাগ চাই । সাতদিন মেয়েটা আমার বিছানায় শোবে । ভেতর বাড়ীতে নয়, বার বাড়ীতে । তুই বলবি তোর বাড়িতে বৌ-এর কলেরা হয়েছে তাই ছোঁয়াচ এড়াতে তোর ভাগ্নীকে সাতদিন আমাদের বাড়ী রেখে যেতে চাস । সাতদিন পরে কলেরা ভালো হয়ে গেলে নিয়ে যাবি । আমিও পঞ্চায়েতের কাগজ দিয়ে দেব ।

রাজেন ঃ সে আমি আর কি বলব দাদা । আপনি যা ভাল বুঝবেন ।

সীতারাম ঃ তুই অবশ্য আমার কথা না'ও শুনতে পারিস । সেক্ষেত্রে আমি মেয়ে পাচারের খবরটা থানায় জানিয়ে দেব - বাকিটুকু পুলিশই করবে ।

রাজেন ঃ না না -- আপনি যা বলবেন তাই হবে ।

সীতারাম ঃ তাহলে যা বললাম তাই কর । আজ রাত্রেই পাঠিয়ে দে ।

(*বাইরে গলা শোনা যায় - রমলা (৪৫) সীতারামের স্ত্রী আর ছেলে (২০-২২) চন্দন, ঢোকে*)

সীতারাম ঃ রমলা এসে পড়েছ - ভালই হয়েছে । দেখ দিকি, আমি কী ফ্যাসাদে পড়লাম । রাজেনের বাড়ি ওর ভাগ্নী বর্ডার পুলিসকে না জানিয়ে বাংলাদেশ থেকে ওর কাছে বেড়াতে এসেছে । এদিকে রাজেনের বৌ-এর কলেরা হয়েছে । যদি ওরও ছোঁয়া লেগে কলেরা হয় তাহলে ত ভীষণ বিপদ - সবাইকে ধরবে । তাই ভাগ্নীকে কদিন আমাদের বাড়ি রাখতে চায় ।

রমলা ঃ কেন ? আর কোনো চুলো নেই ? তোমার স্বভাব-চরিত্র কি রাজেন ঠাকুরপো জানে না ?

রাজেন ঃ কী যে বলেন বৌদি ! দাদা দেবতুল্য মানুষ । আমি ভাবছিলাম কি - আপনাদের বারবাড়ির ঘর দুটো এমনিই খালি পড়ে রয়েছে । তার একটাতে যদি ভাগ্নিটা কদিন থাকতে পায় তাহলে বিপদ কেটে গেলেই আবার আমি আমার ঘরে নিয়ে যাই ।

সীতারাম ঃ চাঁদু না হয় কদিন ভেতরের ঘরেই শোবে । আমি না হয় এই বাইরের বসবার ঘরেই একটা মশারি টাঙ্গিয়ে নেব ।

রমলা ঃ (*জনান্তিকে*) কেন তোমার এত পরোপকার আমি কি তা জানি না ভেবেছ ? (*রাজেনকে উদ্দেশ্য করে*) - আচ্ছা ঠাকুরপো, তোমার জামাইবাবুর কী জাত ?

রাজেন ঃ (*হকচকিয়ে যায়*) জাত কী ? মানে ? আমি আর কী বলব ?

রমলা ঃ কী মানে কী জাত ? এত হেদিয়ে পড়ার কি আছে ? ভেতরবাড়ীতে ঠাকুরঘর আছে । দেখ বাবু মেয়ে কেমন লক্ষ্মীমন্ত -- আমার কিন্তু বেশ ভাল লেগেছে । এই মেয়ে তোর নাম কিরে ।

রাণী ঃ রাণীবালা গোপ ।

রমলা ঃ গোপ । তার মানে আমাদের পাল্‌টি ঘর । চল্ মা, ভেতরের ঘরে চল ।

রাজেন ঃ বৌদি, আপনি আমায় বাঁচালেন ।

রমলা ঃ এখনও পুরো বাঁচেনি । ছেলেও ত রয়েছে । সেও বাপের মতন পরোপকারী । চল কপালে থাকলে বাঁচবি । পাড়াগায়ের সোমত্ত মেয়েদের অনেক বিপদ । শৌচ করতে গেলেও শয়তানরা পিছু নেয় ।

(*রাণীকে নিয়ে রমলা ভিতরে চলে যায় । ছেলে চাঁদু অর্থাৎ চন্দনও চলে যায়*)

রাজেন ঃ সীতারামদা - তাহলে সেই কথাই রইল । সাতদিন পরে আমি মাল ফেরত পাচ্ছি কাগজপত্র সমেত । আমি মাঝে মাঝে এসে দেখে যাব । খালেদা, চল ।

সীতারাম ঃ এই মেয়েছেলেটা ওপারের আড়কাঠি তাই না ?

রাজেন ঃ (*শ্রান্তভাবে*) সীতারামদা, তুমিত সবই জান । খালেদার সঙ্গে চুক্তি ও বর্ডার পার করে দেবে । সোমত্ত মেয়ে একা বর্ডার পার হলে সিক্যুরিটি নির্ঘাৎ সন্দেহ করবে মেয়ে পাচার করছে । চল্‌রে খালেদা । সন্ধে হলে ফিরে যাবি ।

(*রাজেন, খালেদা বেরিয়ে যায় । স্টেজ অন্ধকার হয়ে যায়*)

[দৃশ্য দুই]

(একটা খড়ের ছাউনি । রাখালদের বিশ্রামের জায়গা । বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটা তারের বেড়া দেখতে পাওয়া যায় । চন্দন তার এক বন্ধুর সঙ্গে বসে মদ খাচ্ছে)

চন্দন ঃ রামের বোতলটা কোথা থেকে নিয়ে এলি রে পান্না, এক চুমুক দিলেই মাথাটা চড়াৎ করে ওঠে ?

পান্না ঃ মিলিটারি - ক্যান্টিনের ‘রাম’। দারুণ সস্তা ।

চন্দন ঃ ওদের থেকে কী করে জোগাড় করলি ?

পান্না ঃ আরে ক’জন সোলজারের সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেছে । পাঞ্জাবী শিখ । ওদের খাঁটি দুধ খাওয়া অভ্যেস । এক একজন দু’সের করে দুধ খায় - রোজ । আমি ওদের দুধের জোগান দিই । পয়সার ত প্রশ্নই নেই । তবে ওরা বদলি ক্যান্টিনের রাম ক্যান্টিনের দামেই দেয় । কী কড়া ! কোনো ভেজাল নেই । একদম জ্বলতে জ্বলতে নাবে ।

চন্দন ঃ বুঝলি পান্না। কাল মেয়েটাকে দেখবার পর একদম মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে । মেয়েটাও খুব শান্ত রে । কিন্তু মা সারাক্ষণ আগলে নিয়ে বেড়াচ্ছে । ঠাকুরঘরে পয্যন্ত পাশে বসিয়ে রাখে ।

পান্না ঃ ঠাকুর ঘরে ? বলিস কিরে ! জানিস না, মেয়েটা মুসলমান ?

চন্দন ঃ মেয়েটা মুসলমান ? কে বলল ?

পান্না ঃ কেন, রাজেন কাকা বলেনি ? পরশু সন্ধ্যায় ত ওরা ধরা পড়ে গিয়েছিল । মিলিটারিরা রাজেনকাকা আর বাংলাদেশের বুড়িটাকে বাইরে দাঁড়াতে বলে এই মেয়েটাকে নিয়ে ভেতরে ঢোকে । হঠাৎ জি ও সি’র ফোন এলো ‘‘তৈরি থাক । একটা রেড হবে । ’’ তখন তাড়াতাড়ি মিলিটারিরা মেয়েটাকে বার করে আমাকে বলে জলদি নিয়ে যেতে । ওই জি ও সি’র জন্যই মেয়েটা বেঁচে গেল ।

চন্দন ঃ তুই ঠিক বলছিস ? আমি মা’কে গিয়ে এখনই বলছি । মুসলমান শুনলে মা মেয়েটাকে এখনই তাড়িয়ে দেবে । তারপর পান্না ... আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না রে ।

(রাজেন ঢোকে, পান্না আর চন্দন মদের বোতলগুলো একটু আড়াল করে)

রাজেন ঃ এই যে চন্দন । তোমাকেই তোমার বাবা মা খোঁজ করছেন । আমাকে একজন খবর দিলো তোমরা এদিক পানে এসেছ, তাই ছুটতে ছুটতে আসছি । আজ একটু পরেই তোমার বাবা মা তোমাদের মামাবাড়ি নয়নচাঁপায় রওয়ানা হচ্ছে । তোমার মেজমামা মোবাইল করেছিল । তোমার দিদিমা মরমর । শুনে অবধি তোমার মা’র চিন্তা রাণীবালার কী হবে । পারলে সঙ্গে নিয়ে যায় । আমি বললাম তোমায় কিছু ভাবতে হবে না । আমি রইলাম । চন্দনও রয়েছে । তোমরা নিশ্চিন্ত মনে যাও । ওর কোনো অযত্ন হবে না ।

চন্দন ঃ রাজেন কাকা ? মা বাবা কি রওনা হয়ে পড়েছে ?

রাজেন ঃ তা এতক্ষণে বোধহয় রওনা হয়ে গেছে । আমি ত ওদের বলে বুঝিয়ে এসেছি চাঁদুকে আমি খবর দিয়ে দেব । তোমরা ভেবনি । তাড়াতাড়ি রওনা হতে পারলে হয়ত বুড়িকে একবার শেষ চোখের দেখা দেখতে পেয়ে যেতেও পার ।

চন্দন ঃ পান্না, আমি আসছি । বাড়িতে মোবাইলটা ফেলে এসেছি ।

(চন্দন বেরিয়ে যায়)

পান্না ঃ এটা তুমি কী করলে রাজেন কাকা ?

রাজেন ঃ যা যা, জ্ঞান দিস্‌নি । দে বোতলটা দে । (*বোতল নিয়ে ঢকঢক করে খায়*) মেয়ের দালালী করি বেশ করি । ওই হারামী সীতারামটা কী করে ? প্রতি বছর পঞ্চায়েতের বাজেটের সবটা টাকাই মেরে

দেয় । পার্টি কিছু বলে না । ওদের স্রেফ ভোট চাই । গাঁয়ে একটা পাকা রাস্তা হল না । চাষীদের ধান মাঠে পড়ে নষ্ট হয় । ফসল নষ্ট হয়, আলু পচে যায় । যদি গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে একটা পাকা সড়ক থাকত আমরা আমাদের ফসল কোল্ডস্টোরে রাখতে পারতাম । শহরে গিয়ে বেচতে পারতাম । আমাদের কি এই হাল থাকত রে ? সব সীতারামদের মত হারামীদের জন্য ।

পান্না ঃ তা চন্দনকে মেয়েটার পিছনে ছেড়ে দিলে কেন ?

রাজেন ঃ মেয়েটা কী জাতের তা ত জানিস ।

পান্না ঃ হ্যাঁ, মুসলমান ।

রাজেন ঃ এ ক'বছরে কটা মুসলিম পরিবার আশেপাশের পাঁচটা গ্রামে এসে বসেছে জানিস ?

পান্না ঃ হ্যাঁ । অনেক. দুটো মাদ্রাসাও খুলেছে ।

রাজেন ঃ এখন রোজার মাস । চন্দন মেয়েটাকে ভোগ করার পর মেয়েটার জাতের আসল পরিচয় ওই মুসলমান পল্লীগুলোতে দিয়ে আসব । ওরা ত মুখিয়েই আছে । এক একজনকে এপারে আসতে সীতারামকে কম টাকা দিতে হয়েছে ! ওরাও চায় সীতারামের বদলে কোনো মুসলমানকে পঞ্চায়েত প্রধান করতে, তাহলে দলে দলে লোক এপারে চলে আসতে পারবে ।

পান্না ঃ ওরা কী করবে মনে হয় ?

রাজেন ঃ কী করবে আবার ? জোর করে চন্দনের সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দেবে । যদি সীতারাম বা সীতারামের বৌ বাধা দেয়, রায়ট বাধবে । পার্টি রায়ট চায় না । পার্টি চায় শান্তিতে ভোটে জেতা । সীতারামকে হয় পার্টির কথা শুনে নিজের ছেলের সঙ্গে মুসলমান মেয়ের বিয়ে দিতে হবে । আর না হলে গদি ছাড় ।

পান্না ঃ রাজেন কাকা, তোমার তুলনা নেই । আমি ভাবতাম তুমি একটা হারামী । কিন্তু তুমি পেটে পেটে এত ধর । তোমার পেটে ত দশটা হারামীর এলেম । চল চল দেখি ওদিকে কি হল ?

(স্টেজ অন্ধকার হয়ে যায়)

[দৃশ্য তিন]

(গ্রামের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার শ্রীকান্ত ঘোষের কোয়ার্টার । সন্ধ্যাবেলা খুব বৃষ্টি হচ্ছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে । ঘরে শ্রীকান্ত ঘোষ ও তার বন্ধু প্রবাল রায় । দুজনেরই বয়স ৩০ বছরের কাছাকাছি)

প্রবাল ঃ তুমি চাকরিটা ছেড়েই দেবে ঠিক করলে শ্রীকান্ত ?

শ্রীকান্ত ঃ হ্যাঁ ভাই । মানাবার অনেক চেষ্টা করলাম, পারলাম না । নির্লজ্জতার একটা সীমা থাকা উচিত । কিন্তু এই রাজনীতিবিদরা সেটাকে কবেই বিসর্জন দিয়েছে । তুমি জান, আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ি এই গ্রামেই । এখান থেকেই তিনি দুবার দাঁড়িয়ে জিতেছেন । অথচ গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য এতটুকু কিছু করেননি ।

প্রবাল ঃ সেটা কিভাবে ?

শ্রীকান্ত ঃ মন্ত্রীর বাড়ির লোকজন এমনকি কাজের লোকদেরও অসুখ-বিসুখের চিকিৎসার জন্য এখানকার স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের ডাক্তারদের দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হয় -- 'এই চিকিৎসা এখানে সম্ভব নয়, একে অ্যাটেন্ডেন্টসহ সাউথ ইন্ডিয়ার চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে অথবা ভেলোরে পাঠান অত্যন্ত জরুরী , রুগীর জীবনের স্বার্থে ।' ভেবে দেখ - সদর হাসপাতাল নয়, এমনকি কোলকাতার কোনো বড় হাসপাতাল বা মেডিক্যাল কলেজ নয়, একেবারে সোজা ভেলোর । আর অর্থমন্ত্রকও যাকে বলে যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে এই বিশেষ খাতের বরাদ্দ টাকা সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর করে দেয় । নিখরচায় তিরুপতী দর্শন ও

ইডলি ভক্ষণ ।

প্রবাল ঃ এটা ত সরকারী সিদ্ধান্ত । এর জন্য তুমি চাকরি ছাড়বে কেন ?

শ্রীকান্ত ঃ ঠিক । আমি সরকারি চাকর । সরকারি সিদ্ধান্তের কি করে বিরোধিতা করব । যদিও সরকার চালায় পার্টি । কিন্তু ... (*একটু উত্তেজিত হয়ে পড়ে উঠে পায়চারি করতে আরম্ভ করে দেয়*) তুমি ত দেখেছ এখানকার রাস্তাঘাটের অবস্থা । শীতকালে ছাড়া কোনো সাধারণ চারচাকার গাড়ী এদিকে আসতে পারে না, রাস্তা বলে কিছু নেই'ই । ক'দিন আগে, এই ঘোর বর্ষায় নদীর জল উপচে উঠে পাড় ভাসিয়ে দিয়েছিল । নদীর ধারের লোকগুলো স্কুলবাড়ী মাদ্রাসায় এসে উঠেছে । সেই সময় আমাদের মন্ত্রী মিলিটারিদের উঁচু গাড়ী করে বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে আমাদের সুরুলগাছি গ্রামে এসেছিলেন । মিলিটারির কাছ থেকে সরকারী কাজে গাড়ী নেওয়া হয়েছে, ব্যাপারটা অফিসিয়াল করতে তিনি স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও একবার এলেন । ঠিক সেই সময় আউটডোরে এক ডেলিভারির জন্য ভর্তি হতে আসা রুগীর তড়কা আরম্ভ হল সাংঘাতিক এক্লাম্পশিয়া । আমি কোনোমতে একটা ড্রিপ চালু করে ওনাকে অনুরোধ করলাম, রুগীকে কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্য । মন্ত্রি মশাই বললেন, তিনি পারবেন না ।

প্রবাল ঃ সে কী ?

শ্রীকান্ত ঃ হ্যাঁ । তিনি পরিষ্কার বললেন, এই গাড়ি নিয়ে তিনি একটি জরুরী কাজে এসেছেন । সে কাজটি না হওয়া পর্যন্ত তিনি যেতে পারবেন না । তিনি দুঃখিত । আমি যেন অন্য ব্যবস্থা করি ।

প্রবাল ঃ একটা সাংঘাতিক এমার্জেন্সি রুগীকে সদর হাসপাতাল পৌঁছে দেবার চেয়ে আরও জরুরি কী কাজ থাকতে পারে ?

শ্রীকান্ত ঃ ওনার বিলেত ফেরত ফটোগ্রাফার ভাগনে এখানকার লোকে কি করে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছে তার ডক্যুমেন্টারি ছবি তোলার বরাৎ নিয়ে এসেছে । সরকারি স্পনশরশিপেই সেই ছবি তোলা হচ্ছে । এখনও অনেক কিছু ছবি তোলা বাকি । সে সব না তোলা হলে তিনি যেতে পাবেন না । ... আমি আর থাকতে না পেরে বলে ফেললাম 'তাহলে স্যার ওনাকে এইখানেও একটু শুটিং করে যেতে বলুন না - একদম খাঁটি জিনিষ দেখাতে পারবেন - অভিনেতারাও অনেক কিছু শিখতে পারবে ।' মন্ত্রী মশাই চোখ লাল করে কথার উত্তর না দিয়ে চলে গেলেন ।

প্রবাল ঃ মেয়েটির কী হল ?

শ্রীকান্ত ঃ এই জল বৃষ্টি কাদায় হাতে পায়ে দড়ি বেঁধে বাঁশের উপর থেকে ঝুলিয়ে লোকে যেভাবে শুয়োর মেরে নিয়ে যায় সেইভাবে বাড়ির লোকে মেয়েটাকে তিন কিলোমিটার রাস্তা হয়ে নিয়ে এসেছিল । বর্ষায় পা ছাড়াও আর কিছু চলবে না । আমি বাধ্য হয়ে বললাম আমার পক্ষে যা সম্ভব ছিল করেছি - এবার সদর হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে । ড্রিপের বোতলটা নিয়ে চলো আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব । বিবেকটা যে এখনও মেরে ফেলতে পারিনি, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে দু কিলোমিটারের বেশি পথ হাঁটতে হয়নি । মেয়েটা শেষ হয়ে গেল । রাস্তা ঘুরে শ্মশান পর্যন্ত ওদের পৌঁছে দিয়ে আমি যখন ফিরে এলাম তখন শুনি মন্ত্রীমশাই এসে আমায় 'শো কজ' করেছেন -- স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে কাউকে কিছু চার্জ না বুঝিয়ে আমি কেন চলে গেছি ? ভাগনেকে দিয়ে আমার অনুপস্থিতির ছবিও তুলিয়ে রেখেছেন ।

প্রবাল ঃ এরপরও ওই লোকটা নিজেকে জনদরদী বলে পরিচয় দেবে । সরকারী খরচে দেহরক্ষী নিয়ে ঘুরবে । ওর ভাগনে গ্রামবাংলার দুর্দশার ছবি তুলবে ; সেই ডক্যুমেন্টারির ভিত্তিতে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ঋণ দেবে । আর সরকার জনদরদী বলে নাম কুড়োবে । না শ্রীকান্ত আমার কিছু বলার নেই ।

শ্রীকান্ত ঃ আমার এখনও একটু বলার আছে । ঘটনাটা দেশপ্রেমের আর্কাইভে স্থান পাওয়ার যোগ্য । তুমি গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান সীতারাম মন্ডলকে চেন ? আরে গতকাল ওরই বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে ত এলাম ।

প্রবাল ঃ সীতারাম কী দেশপ্রেমের পাঠ পড়াচ্ছে ?

শ্রীকান্ত ঃ শোনই না । আজ রবিবার তার আগের মঙ্গলবার এই সময়ই সীতারামের ছেলে তার বউকে নিয়ে এসেছিল । ওদের বিয়েতে অনেক গোলমাল হয়েছিল । মেয়ে নাকি মুসলমান । বাংলাদেশ থেকে এসেছিল । দুজনকে এক সঙ্গে এক ঘরে পাওয়া যায় । গ্রামের মুসলমানরা সব একজোট হয়ে সীতারামকে বলে যদি সীতারামের ছেলের সঙ্গে ওই মেয়ের বিয়ে না দাও রায়ট বাঁধবে । সীতারামকে শেষকালে পার্টি থেকে চাপ

দিয়ে এই বিয়ে হয় । যাই হোক, ওদের কথাবার্তা শুনে বুঝলাম মেয়েটির পেটে বাচ্চা এসেছে । পরীক্ষা করে দেখলাম ৮ মাসের বাচ্চা পেটে রয়েছে । ছেলেটা বলছে এই বাচ্চাটা নষ্ট করে দিতে । বাড়ীর লোকেরাও চাইছে না ।

প্রবাল ঃ সে কী ! আটমাসের বাচ্চাকে নষ্ট করে দেবে ! কেন ?

শ্রীকান্ত ঃ শ্বশুর শাশুড়ীর ভয়ঙ্কর আপত্তি । ছেলেটার অত কিছু অমত নেই বরং বাবা হবার জন্য একটা ঔৎসুক্য রয়েছে । আমি একবার ভাবলাম লিখে দিই এখানে চিকিৎসা সম্ভব নয় । সাউথ ইন্ডিয়ায়, বিশেষ করে ভেলোরে প্রশাসনিক স্তরে এক্ষুনি কথাবার্তা হওয়া উচিত যাতে কাজটা ঠিকভাবে হয়ে যায় । কিন্তু মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের পেশাটাকে অত নীচে নামাতে পারলাম না ।

প্রবাল ঃ মেয়েটির বয়স কত হবে ?

শ্রীকান্ত ঃ টেনেটুনে ১৯ । এরই মধ্যে শরীরে একজনকে ধরেছে । বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে সারাক্ষণ কেঁদে যাচ্ছে । জান প্রবাল, ওর মনটাকে একটু ঘোরাবার জন্য এদিক সেদিক গাঁয়ের কথা লোকের কথা আর পাঁচটা কথা বলার পর দেখলাম একটু সহজ হল । সাহস করে কথা বলতে শুরু করল । আমি জিজ্ঞেস করলাম তুমি বাড়ির কাজ কী কী জান ? ও বলল, রাঁধতে জানি । তা কী রান্না করতে পার ? ও বলল, সব । কিন্তু এখানে কিছুই রাঁধতে দেয় না - মা'বাবা ত আমার হাতের ছোঁয়া খান না । ব্যাপার অন্যদিকে যেতে পারে ভেবে আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলাম রান্না বাদে আর কী জান ? বলল, গান করতে জানি । কার কাছে শিখলে ? ইস্কুলের দিদিমণিদের কাছে । একটা গান শোনাবে ? প্রবাল, ও কি গান গাইল জান ? গাইল 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা ।' প্রবাল, বহু লেখায় ভারতমাতার বর্ণনা পড়েছি । অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ভারতমাতা দেখেছি । কিন্তু আমার দেখা ভারতমাতাকে তোমরা কেউ উপলব্ধি করেছ কিনা জানি না । যার সন্তানকে দেশের লোকেরা সবাই মিলে নষ্ট করতে চাইছে - ভূমিষ্ঠ হতে দিতে চাইছে না, সে গাইছে 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা ।' যদি গান শুনে এই পাষাণ হৃদয়ে একটু করুণার সঞ্চার হয় - যদি তার সন্তানকে নিরাপদে জন্ম দিতে বাধা না দেয় । আমি জীবনে এর চেয়ে স্বর্গীয়, এর চেয়ে করুণ দৃশ্য কখনও দেখিনি, ভাবিনি ।

প্রবাল ঃ শেষ পর্যন্ত মেয়েটির বাড়ির লোকজন রাজি হল ?

শ্রীকান্ত ঃ আমি ত অনেক বোঝালাম । ভয়ও দেখালাম । মেয়েটির কোনো ক্ষতি হলে আমি পুলিশ ডাকব, সাক্ষী দেব । জানি না কী হবে । অনেক রাত হল । চল মশারি টাঙিয়ে শুয়ে পড়া যাক ।

প্রবাল ঃ তোমার কথা শুনে আমি বুঝতে পারছি কেন আমাদের দেশে এত মা বাচ্চার জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায় । মাতৃত্ব মায়ের সর্বস্ব । আবার মাতৃত্বই মায়ের সর্বনাশ । চল ।

(প্রবাল মশারি বার করে টাঙাতে যায়, এমন সময় বাইরে হল্লা ওঠে -- ডাক্তারবাবু শিগ্গীর দরজা খুলুন । শ্রীকান্ত তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেয় । দড়ির খাটিয়ায় রানীবালাকে শুইয়ে কয়েকজন ঢোকে । সীতারাম, চন্দন, রাজেন, পান্না আরও কয়েকজন । একটু পরেই গফুরও এক মুসলমান সঙ্গীর সাথে ঘরে ঢোকে)

শ্রীকান্ত ঃ কী ? কী হয়েছে ?

চন্দন ঃ আমি চাই নি, বাবা শুনল না । আজ জোর করে রানীকে ওঝার দেওয়া জড়িবুটি সেদ্ধ করে খাইয়ে দিয়েছে । তার কিছুক্ষণ পর থেকেই রক্তস্রাব । এখন কথাও বলছে না । জলও গালের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে ।

সীতারাম ঃ ডাক্তার, মেয়েটির যাতে ঠিকমত চিকিৎসা হয় তারজন্য তুমি সম্পূর্ণরূপে দায়ী রইলে । ওর আউটডোর টিকিটে তোমার ভর্তি লেখা উচিত ছিল ।

গফুর ঃ আল্লার কসম সীতানাথ মোড়ল । যদি মেয়েটার কিছু হয় রায়ট বাঁধবে ।

শ্রীকান্ত ঃ (*ড্রিপ লাগাতে লাগাতে*) বাঃ বাঃ সীতানাথ মোড়ল । বাঃ গফুর মিয়াঁ । এখনও সেই দর কষাকষি ! মেয়েটার পেটের বাচ্চাটাকে নষ্ট করে দেবার বেলায় ত কেউ বাধা দিলে না । মেয়েটা মরতে বসেছে , এখনও তার মরা দেহটার ওপর রাজনীতির ভোজের পাত পাড়ছ, না ? এখানে একটা ড্রিপ দেওয়া ছাড়া

আর কিছুই করা সম্ভব নয় । একে এখুনি সদর হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে । তোমাদেরই নিয়ে যেতে হবে ।

গফুর সীতারাম একসঙ্গে ঃ এই বৃষ্টির মধ্যে ? পায়ে হেঁটে অতটা পথ ?

শ্রীকান্ত ঃ হ্যাঁ গফুর, হ্যাঁ সীতারাম । রাস্তা বানাবার সব টাকা খেয়ে ফেললে আজ বৃষ্টির রাতে পা ছাড়া আর কোনো গতি থাকে না । গফুর, তুমি খাটের সামনের পায়ায় কাঁধ দাও। সীতারাম তুমি এসে খাটের পিছনের পায়ায় কাঁধ দাও। রাজেন, পান্না তোমরাও কাঁধ লাগাও । চন্দন, তুমি টর্চটা ধর । যদি কপালে থাকে তাহলে ও বেঁচেও যেতে পারে । আমি ড্রিপটা ধরছি ।

গফুর ঃ আর যদি যেতে যেতে মরে যায় ?

শ্রীকান্ত ঃ তাহলে আমরা খাটটাকে সেখানেই নামিয়ে একটা সাদা চাদরে শরীরটা ঢেকে দিয়ে ভোরের অপেক্ষা করব । রাতের অন্ধকারের শেষে যখন ভোরের প্রথম আলো ওই চাদরটাকে স্পর্শ করবে তখন তোমরা দুজনে একসাথে আস্তে আস্তে চাদরটাকে সরিয়ে দেবে । যদি আমরা ভাগ্যবান হই দেখতে পাব ওই শরীরটার জায়গায় ফুটে রয়েছে রাশি রাশি পদ্ম আর গোলাপ ফুল । তোমরা খুব যত্ন করে মন্দিরের আর মসজিদের সামনে গাছগুলোকে পুঁতে দেবে । জানবে মায়ের আশীর্বাদ । এরপর থেকে সব কাজের শুরুতে হিন্দু মুসলমান সবাই এক মায়েরই আশীর্বাদ নিতে দাঁড়াবে । আর যদি দেখি শুয়ে থাকা মায়ের শরীরটা যেমনকার তেমনই রয়ে গেছে তাহলে সীতারাম, গফুর ;১৯৪৭ সালের মত আবার টাঙ্গির কোপে তাকে দু টুকরো করে এক ভাগ গোর দিও আর অন্যটা চিতায় পুড়িয়ে দিও । প্রবাল . . .

প্রবাল ঃ কী ?

শ্রীকান্ত ঃ তুমি ত ভাল গাইতে পারতে । এই মেয়েটা আমায় যে গানটা শুনিয়েছিল - চল আজ যেতে যেতে ওকেই সেটা আমরা শোনাই ।

(সবাই আস্তে আস্তে খাটটাকে তুলে দাঁড়ায় । প্রবাল গান ধরে, অন্যরা একে একে গলা মেলায়)

প্রবাল ঃ ওমা, অনেক তোমার খেয়েছিগো
অনেক নিয়েছি মা ।
তবু জানিনে যে কী বা তোমায় দিয়েছি মা ।
আমার জনম গেল বৃথা কাজে
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে
তুমি বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা
ও আমার দেশের মাটি - তোমার পরে ঠেকাই মাথা ।

(একে একে সবাই বেরিয়ে যায় । পর্দা পড়ে যায়)